Sociology and Anthropology

যখন মানুষ বিবর্তন শুরু করে, তখন তাদের সামাজিক ধরণগুলির উপর নজর রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। অভিজ্ঞতামূলক তদন্ত এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মতো বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং পরিবর্তন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অভ্যন্তরীণ মানব পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে। এই গবেষণাটি সময়ের সাথে সাথে মানুষের আচরণ, জীববিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মানুষের গঠন বা আমাদের মানুষ করে তোলে তা নিয়ে যে গবেষণা করা হয় তাকে নৃবিজ্ঞান বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান

সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতার একটি সংস্থা তৈরি করতে, সমাজবিজ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক তদন্ত এবং সমালোচনামূলক পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। কিছু সমাজবিজ্ঞানী এমন গবেষণা পরিচালনা করেন যা সরাসরি সামাজিক নীতি এবং অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। বন্দী পদার্থের অধ্যয়ন সমাজের একটি ক্ষুদ্র-স্তরের পরীক্ষার পাশাপাশি একটি বৃহৎ-স্তরের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের ঐতিহ্যবাহী অগ্রাধিকারগুলিতে সামাজিক শ্রেণী, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক গতিশীলতা, আইন, ধর্মীয় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং লিঙ্গ অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের কার্যকলাপের ক্ষেত্র সামাজিক ধরণ এবং ব্যক্তিগত এজেন্সির মধ্যে অবস্থিত। ধীরে ধীরে সমাজবিজ্ঞান তার পরিধি অন্যান্য বিষয় এবং প্রতিষ্ঠান যেমন চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, সামরিক, অর্থনীতি, ইন্টারনেট, শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিকাশে সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। এছাড়াও, গবেষকরা বিভিন্ন পরিমাণগত এবং গুণগত কৌশল নেভিগেট করার সাথে সাথে সামাজিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণালী প্রসারিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির একটি ভিন্ন দিক হল হোলিজমের সাথে, নৃবিজ্ঞানীরা বোঝার জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তারা অধ্যয়ন করেন যে মানুষ বহু বছর আগে কীভাবে জীবনযাপন করেছিল এবং তাদের কাছে কী মূল্যবান ছিল।

মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্তরেই গবেষণা নিয়ে গঠিত। সমাজবিজ্ঞান পরবর্তীটির সাথে সম্পর্কিত। প্রথমটি নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের আওতায় আসে। তারা মূলত অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তাদের গবেষণার ভিত্তি করে মানুষ কীভাবে তখন তাদের জীবনধারা পরিচালনা করত। গবেষণাটি ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ।

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সর্ব-প্রাকৃতিক, শারীরিক এবং জৈবিক আকারে বিবর্তিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে তাদের অভিযোজন এবং প্রতিক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি মানুষের এবং পরিবেশের বিবর্তিত প্রকৃতির প্রমাণ।

নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হল এমন দুটি গবেষণা যা আমাদের চারপাশের পরিবর্তন এবং আমাদের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে। নৃবিজ্ঞান ব্যক্তিগত স্তরে মানুষের আচরণ অধ্যয়ন করে, অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান সামাজিক গঠনের সাথে সাথে ক্লাস্টার আচরণ এবং সম্পর্কগুলির উপর জোর দেয়।

যদিও উভয় গবেষণাই মানুষের চারপাশে আবর্তিত হয়, উভয়ের কাজের ক্ষেত্রই খুব আলাদা।

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

সমাজ এমন মানুষদের নিয়ে গঠিত যারা বছরের পর বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তনগুলি ছিল এবং এখনও চলছে। প্রতিদিন, এই বিশ্বের কোথাও না কোথাও কিছু পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন এবং পার্থক্যগুলি আমাদের জানা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরণের গবেষণার মাধ্যমে।

সামাজিক পরিবর্তন এবং ভৌত পরিবর্তনগুলি পারিপার্শ্বিক সামগ্রিক পরিবর্তনগুলিকে নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উভয়ের প্রয়োজনীয়তাই নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্ব এনেছে। নৃবিজ্ঞান ব্যক্তিগত স্তরে মানুষের আচরণের অধ্যয়ন নিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান একটি গোষ্ঠী বা গণ স্তরে গোষ্ঠী আচরণ এবং সম্পর্কের অধ্যয়ন নিয়ে কাজ করে।

সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক জীবন, এর কারণ এবং পরিণতি সম্পর্কে অধ্যয়ন যেখানে নৃবিজ্ঞান হলো ব্যক্তি বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা

সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক ঘটনা বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করেন

নৃবিজ্ঞানীরা যেমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রাচীন তথ্য ব্যবহার করেন, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীরা বর্তমান সমাজ কীভাবে অস্তিত্বে এসেছে তা বোঝার জন্য সেই তথ্য ব্যবহার করেন

সম্পর্ক, ধর্ম, পরিবার এবং অন্যান্য সামাজিক ধারণার মতো সমাজতাত্ত্বিক তথ্যের অস্তিত্ব ছাড়া নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ

সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের সাহায্যে তার অধ্যয়নের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে, অর্থাৎ এটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন, কনফিগারেশন ইত্যাদির মতো অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক শব্দের ধারণা অর্জন করেছে

উপসংহার

সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় পরীক্ষিত সামাজিক ঘটনা রচনা এবং বোঝার জন্য কাল্পনিক কাঠামো ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, নৃবিজ্ঞানীরা মানব কাঠামোর প্রত্নতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেন।

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান সহাবস্থান করে এবং আন্তঃসম্পর্কিত। কেউই একা থাকতে পারে না; উভয় গবেষণাই মানুষের উদ্বেগ জড়িত এবং পরস্পর নির্ভরশীল।